কোরআন সুন্নাহকে আকড়ে ধরা

7280 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. صحيح البخاري ـ م م – (9 / 92)

অর্থ:- আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন: রাসুল (সাঃ) বলেছেন: "আমার সকল উম্মতই বেহেশতে যাবে, যে বেহেশতে যেতে অসম্মত সে ব্যতীত। জিজ্ঞাসা করা হলো: ইয় রাসুলাল্লাহ! কে অসম্মত? তিনি বললেন: যে আমার বাধ্যতা স্বীকার করেছেন সে বেহেশতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্য হয়েছে সে বেহেশতে যেতে অসম্মত। (বুখারী শরীফ -৭২৮০)

عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع ، فقال : » إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاورون من أعمالكم ، فاحذروا ، أيها الناس ، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه. (دلائل النبوة للبيهقي 2184)

অর্থ:- আব্দুলাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জের দিন মানুষের উদ্দেশ্যে খুৎবা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে তার উপাসনা করার বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু এই বিষয়ে সে সন্তুষ্ট আছে যে উহা (শির্ক) ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা হবে যা তোমরা সাধারণ ব্যাপার বলে মনে করবে, সুতরাং সাবধান! আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিষ রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তার ধারণ করে থাক, তবে কখনো পথ হারাবে না, আল্লাহর কিতাব এবং নবী (সাঃ) এর সুন্নাহ। (দালাইলে নবুওয়াহ্ লিল বাইহাক্বী: ২১৮৪)

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي.(مستدرك الحاكم – (১ / ৩২৫)

অর্থ:- আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন: রাসুল (সাঃ) বলেছেন: আমি তোমাদের মধ্যে এমন দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা এর উপর আমল কর তবে কখনো গোমরাহ হবে না। প্রথমত: আল্লাহর কিতাব। দ্বিতীয়: আমর সুন্নাহ। (মুসতারাকে হাকেম -৩১৯)

৪৬০৭ – حدثنا أحمد بن حنبل ثنا الوليد بن مسلم ثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه { ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه } فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يارسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " . (سنن أبي داود) صحيح

অর্থ:- "ইরবাজ বিন সারিয় (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: একবার রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের ছালাত পড়ালেন। অত:পর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে এমন মর্মস্পর্শী নছীহত করলেন যাতে চক্ষুসমূহ অশ্রু বর্ষনকারী এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হলো। এ সময় এক ব্যক্তিবলে উঠল: ইয়া রাসুলুল্লাহ! এটা যেন বিদায় গ্রহণকারীর শেষ উপদেশ। আমাদের আরো কিছু উপদেশ দিন। তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: তোমাদেরকে আমি আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি এবং (ইমাম বা নেতার কথা) শুনতে ও তার অনুগত থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেচে থাকবে তারা অল্প দিনের মধ্যেই অনেক মতভেদ দেখবে, তখন তোমরা আমার সুন্নাহকে এবং সৎপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরে থাকবে। অতএব, সাবধান! তোমরা নতুন কথা থেকে বেচে থাকবে কেননা, প্রত্যেক নতুন কথাই (বা কাজ শারী'আতে আবিস্কার করা যা রাসুল (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম করেননি তা) বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী"। (আবু দাউদ:৪৬০৭)

৫০৬৩ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (صحيح البخاري)

অর্থ:- আনাস (রাঃ) বলেন: তিনজন ছাহাবী রাসুল (সাঃ) এর স্ত্রীদের কাছে এসে রাসুল (সাঃ) এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যখন তাদেরকে বলা হল, তখন তারা যেন তাকে স্বল্প মনে করলেন এবং পরস্পরের মধ্যে বলতে শুরু করলেন নবী (সাঃ) এর তুলনায় আমাদের কি স্থান আছে? তার তো পূর্বের ও পরের সব পাপ মুছে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তিনি নিষ্পাপ। তাই আমাদেরকে তার চেয়ে অনেক বেশী ইবাদত করতে হবে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল: আমি সব সময় সারা রাত্রি ছালাত আদায় করব। আর একজন বলল: আমি সর্বদা ছিয়াম পালন করব, কখনো ছাড়ব না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল: আমি মহিলাদের থেকে আলাদা থাকব, কখনো বিবাহ করব না, যখন রাসুলুলাহ (সাঃ) তাশরীফ আনলেন তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি এরূপ বলেছ? তারা কথা স্বীকার করলে পরে নবী (সাঃ) বললেন: মনে রাখ, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ কে ভয় করি এবং তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী পরহেযগার। কিন্তু আমি ছিয়াম রাখি, আবার ছিয়াম ছেড়েও দেই। রাত্রে তাহাজ্জুদও পড়ি এবং আরামও করি। আর মাহিলাদেরকে বিয়েও করেছি। মনে রাখ, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরাবে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (বুখারী-৫০৬৩)

৭২৯৯ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوَاصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ قَالَ فَوَاصَلَ بِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوْا الْهِلَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ.(صحيح البخاري)

অর্থ:- আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন: রাসুল (সাঃ) বলেছেন; "তোমরা (ইফতার না করে) লাগাতার রোযা রেখো না। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন; ইয় রাসুলুল্লাহ! আপনিতো লাগাতার রোযা রাখেন। তিনি বললেন; আমি তোমাদের মত নই। আমাকে আমার প্রভূ খানা খাওয়ান এবং পান করান।' এতদাসত্ত্বেও মানুষ ফিরল না। আবু হুরায়রা

(রাঃ) বললেন। তখন রাসুল (সাঃ) লাগাতার দুই বা তিন দিন ছিয়াম পালন করলেন। অত:পর ঘটনাক্রমে ঈদের চাঁদ দেখা গেল। তখন রাসুল (সাঃ) বললেন; যদি চাঁদ না দেখতাম তাহলে আমি লাগাতার ছিয়াম পালন করতাম। যেন তাদেরকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি একথাটি বললেন। (বুখারী- ৭২৯৯)

عن جابر رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم حين اناه عمر فقال : انا نسمع احاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال : ((أمتهوكون أنتم كما تهوّكت اليهود والنصارى؟! لقد جئتكم بها بيضاء نقيّة، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى)) رواه أحمد، والبيهقى فى كتاب ((شعب الإيمان))

অর্থ:- হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত উমার (রাঃ) একবার আলাহর রাসূলের কাছে এসে বললেনঃ (ইয়া রাসূলালাহ) আমরা ইহুদীদের কাছে এমন কিছু কথা-বার্তা শুনতে পায়, যা আমাদের নিকট ভাল লাগে, আমরা তাদের (তাওরাতের) কিছু কথা লিখে রাখবো? আলাহর রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেনঃ তোমরা কি বিভ্রান্তির মধ্যে আছো?! যেমনিভাবে বিভ্রান্তিতে আছে ইয়াহুদী এবং খৃষ্টানরা। নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার (একটি দ্বীন), যদি হযরত মুসা (আঃ) (তাওরাত যার উপর নাজিল হয়েছে) তিনি জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তার কোন উপায় ছিল না। (মুসনাদে আহমদ:৩/৩৮৭, হাদীস নং ১৫২২৩, মিশকাত:১৭০)

عن جابر، ان عمر بن الخطاب رضى الله عنهما، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة، فقال : يا رسول الله! هذه نسخة من التوراة، فسكت فجعل يقرأ و وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير . فقال أبو بكر : ثكلتك الثواكـــل! ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فنظر عمر إلى وجه رسول صلى الله عليه وسلم فقال : أعـــوذ بـــالله مـــن غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربّا، وبالاسلام دينا، وبمحمد نبيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((والـــذى نفسى محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيّا وأدرك نبوتى لاتـــبعنى)). رواه الدارمى

অর্থ:- হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর নিকট তাওরাত লিখিত একখন্ড কাগজ নিয়ে আসলেন। অতঃপর বললেনঃ ইয়া রাসূলুলাহ! এটা তাওরাতের থেকে লিখিত একখন্ড বাণী। অতপরঃ রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম চুপ থাকলেন এবং উমার (রাঃ) তা পড়তে আরম্ভ করলেন, তার পড়া শুনে রাসূলূলাহ এর চেহারা পরিবর্তন হতে লাগল। অতপরঃ আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ হে ওমর! তুমি সড়ে যাও (চুপ হয়ে যাও), তুমি কি রাসুলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর চেহারার অবস্থা দেখতে পাচ্ছনা? অতপরঃ উমার (রাঃ) রাসূলুলাহ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেনঃ আমি আলাহর কাছে আলাহ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাচ্ছি। তিনি আরো বললেনঃ আমরা আলাহকে রাব্ব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে ও মুহাম্মাদ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। অতপরঃ রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন; সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! যদি তোমরা মুসা (আঃ) কে পেতে অতপরঃ তার অনুসরণ করতে ও আমাকে পরিত্যাগ করতে, তাহলে সঠিক পথ বা দ্বীন থেকে দুরে চলে যেতে (পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে)। যেনে রাখ! যদি মুসা (আঃ)ও জীবিত থাকত এবং আমাকে পেত; তবে আমার অনুসরণ করতো। (দারেমী, মেশকাত:১৯৪, দারামী:৪৫৩)

২২৮ – حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع * (صحيح)

التعليق الرغيب ৬৩ / ১ : المشكاة ২৩০(صحيح ابن ماجة لمحمد الألباني – (৯ / ৪৯)(২৬৫৭: سنن الترمذي لمحمد الترمذي – (৫ / ৩৪)

অর্থ:- আব্দুর রহমান বিন আব্দিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে রাসুল (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জল রাখুন যে আমা হতে কোন হাদীস শুনে অত:পর তা অন্যের কাছে পৌছায়, কেননা অনেক সময় সে শ্রবণকারী হতে অধিকতর স্মরণশক্তি সম্পন্ন হয়। (ইবনে মাজাহ - ২২৮, মেশকাত - ২৩০, সুনানে তিরমিযী - ২৬৫৭)

২৬৯৭ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (صحيح البخاري, صحيح مسلم: ৪৫৮৯)

অর্থ:- হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী- ২৬৯৭, মুসলিম- ৪৫৮৯/১৭১৮, আবু দাউদ ৪৬০৬, ইবনে মাজাহ ১৪, আহমাদ ২৩৯২৯, ২৪৬০৪, ২৪৯৪৪, ২৫২০২, ২৫৭৯৭)

৬২৭৬ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِىُّ قَالُوا حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ – وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ – حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِىِّ حَدَّثَنِى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِىُّ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ « مَا تَصْنَعُونَ ». قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ « لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا ». فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ – قَالَ – فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ رَأْىٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ». قَالَ عِكْرِمَةُ أَوْ نَحْوَ هَذَا. قَالَ الْمَعْقِرِىُّ فَنَفَضَتْ. وَلَمْ يَشُكَّ.(صحيح مسلم للنيسابوري – (৭ / ৯৫)

অর্থ:- রাফি'ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যে সময় মদীনায় (হিজরাত করে) আসলেন, তখন মাদীনার লোকেরা খেজুর গাছে ‘তাবীর’ করতেন। রাসুল (সাঃ) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এমন করছ কেন? মাদীনাবাসী উত্তর দিল, আমরা সময় সময় এমনি করে আসছি। রাসুল (সাঃ) বললেন, মনে হয় তোমরা এমন না করলেই ভাল হত। তাই মাদীনাবাসীরা এ কাজ করা ছেড়ে দিল। কিন্তু ফসল (এ বছর) কম হল। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা রাসুল (সাঃ) এর কানে গেলে তিনি বললেন, ‘নিশ্চই আমি একজন মানুষ। তাই আমি যখন তোমাদের কে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু বলব, তোমরা আমার কথা অবশ্যই শুনবে। আর আমি যখন তোমাদের কে দুনিয়ার বিষয় সম্পর্কে কিছু বলবো তখন মনে করবে, আমি একজন মানুষ (দুনিয়ার ব্যাপারে আমারও ভুল হতে পারে)। (মুসলিম - ৬২৭৬, ২৩৬২)

১৬ – وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ أَخْبَرَنِى مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ ».(صحيح مسلم للنيسابوري – (১ / ৯)

অর্থ:- আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুলাহ (সাঃ) বলেছেন : শেষ যামানায় (যুগে) এমন ফাঁকিবাজ মিথ্যুক দাজ্জাল লোক হবে যারা তোমাদের কাছে এমন হাদীস নিয়ে আসবে যা তোমরা শুনোনি,

তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেননি। অতএব এদের থেকে সাবধান থাক, যাতে তারা তোমাদের কে গুমরাহ করতে বা বিপদে ফেলতে না পারে। (সহীহ মুসলিম - ১৬, ৭, আবু দাউদ ৪৬১০, আহমাদ ১৫২৩, ১৫৪৮)

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع (صحيح مسلم)

অর্থ:- আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কোন লোকের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (খোঁজখবর নেয়া ছাড়াই) তা-ই বলে বেড়ায়। (মুসলিম- ৫, ৭)

عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله و قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل (رواه أحمد والنسائي والدارمي)

অর্থ:- আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) (আমাদেরকে বুঝাবার জন্য) একটি (সরল) রেখা টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহর পথ। এরপর তিনি এই রেখার ডানে ও বামে আরো কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেম এগুলোও পথ। এসব পথের উপর শয়তান বসে থাকে। এরা (মানুষকে) তাদের পথের দিকে ডাকে। তারপর তিনি তাঁর কথার প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন: "নিশ্চয়ই এটা আমার সহজ সরল পথ। অতএব তোমরা এই পথের অনুসরণ করে চলো......" (সুরা আন'আম:১৬৩) আয়াতের শেষ পর্যন্ত। (আহমাদ ৪১৩১, নাসায়ী, দারিমী ২০২) তাহক্বীক্ব আলবানী ঃ হাসান। ইমাম হাকিম সহ অনেকেই এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (১/৫৯ পৃষ্ঠা)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ: صحيح البخاري: 3461)

অর্থঃ- আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্নিত রাাসুল (সাঃ) বলেন, আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি আয়াত হয়। তোমরা বনী ইসরাঈল থেকে বর্ননা কর কোন সমস্যা নেই। এবং যে ব্যক্তি এমন কোন কথা বলে যা আমি বলি নাই এবং তা আমার নামে চালিয়ে দেয় সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।(সহীহ বুখারী:৩৪৬১)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِىءٌ. فَقَدْ قِيلَ.ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِىَ فِى النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِىَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِىَ فِى النَّارِ ». [صحيح مسلم]

অর্থ:- আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: ক্বিয়ামাতের দিন প্রথম এক শহীদ ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা দেয়া হবে। হাশরের ময়দানে তাকে পেশ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দেয়া তার সকল নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। তার এসব নি'য়ামতের কথা স্মরণ হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বললেন, তুমি এসব নি'য়ামত পাবার পর তার কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কী কী কাজ করেছ? সে

উত্তরে বলবে আমি তোমার রাস্তায় (কাফিরদের বিরুদ্ধে) লড়াই করেছি, এমনকি আমাকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। আলাহ্ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি লড়েছো তেমাকে বীর বাহাদুর বলার জন্য। তা বলা হয়েছে (তাই তোমার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে)। তখন তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি যে জ্ঞানার্জন করেছে, অন্যকে জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছে, কুরআন পড়েছে, তাকে উপস্থিত করা হবে। তাকে দেয়া সব নি'য়ামত তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। এসব নি'য়ামত তার স্মরণ হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এসব নি'য়ামতের তুমি কি শোকর আদায় করেছ? সে উত্তরে বলবে আমি 'ইলম অর্জন করেছি, মানুষকে ইলম শিক্ষা দিয়েছি, তোমার জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তোমাকে "আলিম বলা হবে, ক্বারী বলা হবে, তাই তুমি এসব কাজ করেছ"। তোমাকে দুনিয়ায় এসব বলা হয়েছে। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং মুখের উপর উপুড় করে টেনে হেচঁড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন ধরনের মাল দিয়ে সম্পদশালী করেছেন। তাকেও আল্লাহর সামনে আনা হবে। আল্লাহ তাকে দেয়া সব নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। এসব তারও মনে পড়ে যাবে। আল্লাহ তাকে এবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব নি'য়ামতের শুকরিয়া কি আমাল দিয়ে আদায় করেছ? সে ব্যক্তি উত্তরে বলবে, আমি এমন কোন খাতে খরচ করা বাকী রাখিনি যে খাতে খরচ করাকে তুমি পছন্দ কর। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি খরচ করেছ মানুষ তোমাকে দানবীর বলার জন্য । সে খিতাব তুমি পেয়ে গেছো দুনিয়ায়। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম ১৯০৫)

৬৯৭১ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ». (صحيح مسلم للنيسابوري – ৮ / ৬০)

অর্থঃ- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ (শেষ যামানায়) আল্লাহ তা'য়ালা "ইলম" বা জ্ঞানকে তার বান্দাদের মন হতে টেনে হেচঁড়ে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন না। বরং (জ্ঞানের অধিকারী) আলিমদেরকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিয়ে যাবার (মৃত্যু) মাধ্যমে 'ইলম বা জ্ঞানকে উঠিয়ে নেবেন। এরপর (দুনিয়ায়) যখন কোন "আলিম অবশিষ্ট থাকবে না, মানুষ অজ্ঞ মূর্খ লোকদেরকে নেতা মানবে। তারপর তাদের নিকট মাসআলাহ-মাসায়িল জানার জন্য যাবে। তখন তারা বিনা ইলমেই ফাতাওয়াহ জারী করবে। ফলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। (বুখারী- ১০০, মুসলিম ২৬৭৩, তিরমিযী ২৬৫২, ইবনে মাজাহ্ ৫২, আহমাদ ৬৪৭৫, ৬৮৫৭, ৬৭৪৮, দারামী ২৩৯)

৩৬৬৬ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ أَبِى طُوَالَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». يَعْنِى رِيحَهَا.(سنن أبي داود للسجستاني – (৩ / ৩৬১)

অর্থ:- আবু হযরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: যে "ইলম" বা জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, কেউ সেই জ্ঞান পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের অভিপ্রায়ে অর্জন করলে সে ক্বিয়ামাতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। (আহমাদ ৮২৫২, আবু দাউদ ৩৬৬৪, ইবনে মাজাহ ২৫২)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ».(سنن أبي داود للسجستاني – (8 / ১৭৮)

অর্থ:- আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুল (সাঃ) হতে অবগত যে, তিনি বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতের (কল্যাণের) জন্য প্রত্যেক এক শত বছরের মাথায় এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাদের দ্বীনকে তাজা ও সংস্কার করবেন। (আবু দাউদ ৪২৯১)

তাহক্বীক্ব আলবানী: সহীহ। এই হাদিসটি হাকিম মুসতাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। সহীহ বলার ব্যাপারে ইমাম যাহাবীও একমত হয়েছেন।

عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين.[رواه البيهقي في مدخله مرسلا]

অর্থ:- ইবরাহীম ইবনে আব্দুর রহমান আল-উজরী (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন: প্রত্যেক আগত জামা'আতের মধ্যে একজন নেক, তাক্বওয়া সম্পন্ন নির্ভরযোগ্য মানুষ এই জ্ঞান (কিতাব ও সুন্নাহ) হাসিল করবেন। আর তিনিই এই জ্ঞানের মাধ্যমে (কুরআন-সুন্নাহ) সীমা অতিক্রমকারীদের পরিবর্তনকে, বাতিলদের মিথ্যা অপবাদকে এবং জাহিল অজ্ঞদের ভুল ব্যাখ্যা-বিশেষণকে বিদূরীত করবেন। এই হাদীসকে বাইহাকী (রঃ) তার কিতাব "মাদখাল"-এ বাকিয়া ইবনু ওয়ালিদ হতে মুরসালরূপে নকল করেছেন।

وعن عكرمة أن ابن عباس قال : حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه لا يفعلون ذلك " (رواه البخاري)

অর্থ:- তাবিঈ 'ইক্বরিমাহ (রাহঃ) থেকে বর্ণিত। 'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) বলেছেন ঃ ইক্বরিমাহ! প্রত্যেক জুমু'আয় সপ্তাহে মাত্র একদিন ওয়জ-নসিহত শুনাবে। যদি একবার ওয়াজ-নসিহত করা যথেষ্ট নয় মনে কর তাহলে সপ্তাহে দু'বার। এর চেয়েও যদি বেশী করতে চাও তাহলে সপ্তাহে তিনবার ওয়াজ নসীহাত কর। তোমরা এই কুরআনকে মানুষের নিকট বিরক্তিকর করে তুল না। কোন জাতি যখন তাদের কোন ব্যাপারে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকে তখন তোমরা সেখানে পৌছলে তাদের আলোচনা ভেঙ্গে দিয়ে তাদের কাছে ওয়াজ নসীহত করতে যেন আমি কখন তোমাদেরকে দেখতে না পাই। এ সময় তোমরা চুপ থাকবে। তবে তারা যদি তোমাদেরকে ওয়াজ নাসীহাত করার জন্য বলে তখন তাদের আগ্রহ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে হাদীস শুনাও। ইনিয়ে-বিনিয়ে দু'আ করা পরিত্যাগ করবে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে। কেননা আমি রাসুল (সাঃ) ও তার সাহাবীগণকে দেখেছি, তারা এরূপ করতেন না। (বুখারী ৬৩৩৭)

وعن أبي الدرداء قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما حد العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من حفظ على أمتي أربعين حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا " مشكاة المصابيح للتبريزي – (ضعيف)

অর্থ:- আবু দারদা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ হে আল্লাহর রাসুল। ইলমের সীমা কী? কোন সীমায় পৌছলে একজন লোক ফকীহ বা 'আলিম বলে গণ্য হবে? (মেশকাতুল মাছাবীহ) তাহক্বীকে আলবানী ঃ যঈফ।

وعن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه سلم عن الشر فقال : " لا تسألوني عن الشر وسلوني عن الخير " يقولها ثلاثا ثم قال : " ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء " . رواه الدارمي (مشكاة المصابيح للتبريزي)

অর্থ:- আহ্ওয়াস ইবনু হাকীম (রাহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কে মন্দলোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রাসুল (সাঃ) বললেন, আমাকে মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না, বরং ভাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ সাবধান! খারাপ মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট হচ্ছে মন্দ আলিম। আর ভাল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মানুষ হল আলিমগণ। (দারামী ৩৭০)
তাহক্বীক আলবানী ঃ যঈফ। এর সানাদ অত্যন্ত দুর্বল। কেননা আহ্ওয়াস থেকে নিয়ে দারামী পর্যন্ত এর যত রাবী রয়েছেন সকলেই অত্যন্ত দুর্বল।

وعن زياد بن حدير قال : قال لي عمر : هل تعرف ما يهدم الإسلام ؟ قال : قلت : لا . قال : يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين " . رواه الدرامي

অর্থ:- যিয়াদ ইবনু হুদায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমর (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি জান, ইসলাম ধবংশ করবে কোন জিনিসে? আমি বললাম, আমি বলতে পারি না। উমার (রাঃ) বললেন, ‘আলিমদের পদস্খলন, আর আল্লাহর কিতাব কুরআন নিয়ে মুনাফিক্বদের ঝগড়া-বিবাদ বা তর্ক-বিতর্ক করা এবং পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসনই ইসলামকে ধ্বংস করবে। (দারামী ২১৪) তাহক্বীকে আলবানী ঃ সহীহ।

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " تعوذوا بالله من جب الحزن " قالوا : يا رسول الله وما جب الحزن ؟ قال : " واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة " . قلنا : يا رسول الله ومن يدخلها قال : " القراء المراءون بأعمالهم " . رواه الترمذي وكذا ابن ماجه وزاد فيه : " وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء " . قال المحاربي : يعني الجورة (مشكاة المصابيح للتبريزي)

অর্থ:- আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) (সাহাবা কিরামদের উদ্দেশ্যে) বললেন, তোমরা “জুব্বুল হুয্‌ন” থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। সাহাবীগণ আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! জুব্বুল হুয্‌ন কি? তিনি বললেন, এটা হল জাহান্নামের একটি গর্ত। এই গর্ত হতে বাচাঁর জন্য (জাহান্নামবাসী তো দূরের কথা) জাহান্নাম নিজেই দৈনিক চারশত বার আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। জিজ্ঞেস করা হল, এতে (এই গর্তে) কারা যাবে? রাসুল (সাঃ) বললেন, “আমালকারী কুরআন অধ্যায়নকারী”। (তিরমিযী ২৩৮৩ ও ইবনু মাজাহ মুকাদ্দামা ২৫৬)
ইবনু মাজার বর্ণনায় আরো আছে ঃ রাসুল (সাঃ) এ কথাও বলেছেন, কুরআন অধ্যায়নকারীদের মধ্যে তারাই আলাহর নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃনিত, যারা আমীর-ওমারাহর সাথে বেশী বেশী মেলামেশা করে।
তাহক্বীক আলবানী ঃ অত্যন্ত দুর্বল। যদিও তিরমিযী একে হাসান গরীব হলেছেন। আম্মার বিন সাইফ আযযাবিয়ী যঈফ রাবী যিনি আবী মু’আন আলবাসারী হতে বর্ণনা করেছেন যার নাম সুলায়মান বিন আরকাম। এবং তার হাদীসও পরিত্যাজ্য। সুতরাং হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল।

وعن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود " . رواه البيهقي في شعب الإيمان

অর্থ:- আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, অচিরেই মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন শুধুমাত্র নাম ব্যতীত ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কুরআনের শুধু অক্ষরই বাকী থাকবে। তাদের মাসজিদগুলো তো দৃশ্যত আবাদ থাকবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিদায়াত থেকে শূণ্য থাকবে। তাদের আলিমগণ হবে আকাশের নীচে আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক। (যালিমদেরকে তাদের সাহায্য সহযোগিতার কারণে) ফিতনাহ-ফাসাদ সৃষ্টি হবে। এরপর এই ফিতনাহ তাদের দিকেই ফিরে আসবে। (বাইহাকী)

وعن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه و سلم شيئا فقال : " ذاك عند أوان ذهاب العلم " . قلت : يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرؤه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال : " ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما " . رواه أحمد وابن ماجه وروى الترمذي عنه نحوه

অর্থ:- যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, সেটা ‘ইলম উঠে যাবার সময় সংঘটিত হবে। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল! কি করে ইলম উঠে যাবে? আমরা তো কুরআন পড়ছি, আমাদের সন্তানদেরকে কোরআন শিক্ষা দিচ্ছি। আমাদের সন্তানেরা তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে থাকবে! রাসুল (সাঃ) বললেন, যিয়াদ! তোমার মা তোমার জন্য ভারাক্রান্ত হোক। আমি তো তোমাকে মাদিনার একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি মনে করতাম। এসব ইয়াহুদী ও নাসারাগণ তো তাওরাত ও ইঞ্জিল পড়েছে। অথচ তারা তদুনযায়ী কাজ করছে না। (আহমদ ১৭০১৯, ইবনে মাজাহ ৪০৪৮) ইমাম তিরমিযী ও অনুরূপ যিয়াদ (রায়িঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাহক্বীক আলবানী ঃ সহীহ।